যুগান্তর

FEB. 08 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬-৭

আমরা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার পক্ষপাতী নই

— প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজে সহায়তা করতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার পক্ষপাতী নই। উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে গতকাল তার দফতরে আলাপকালে খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নৈরাজ্যের কারণে গত কয়েক বছর দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীরা নকল, চাঁদাবাজি করছে বা মুক্তিপণের জন্য কাউকে অপহরণ করেছে– এ ধরনের কোন খবর তিনি পড়তে চান না।

উপাচার্যসহ সবার সহায়তা কামনা করে তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আপনাদের সর্বাত্মক সহায়তা করা হবে। শিক্ষার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য তিনি সবার সহায়তা চান। খালেদা জিয়া বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং এইচএসসি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

শিক্ষা : রাজনীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খালেদা জিয়া ছাত্রছাত্রীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়ার জন্য উপাচার্যদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে করে প্রতিবেশী দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীরা এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তিনি বলেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর ইউরোপ এবং আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নয়, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই। তিনি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নকল প্রবণতা কঠোর হস্তে দমনের জন্য উপাচার্যদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে করে আওয়ামী লীগ আমলের নেতিবাচক ভাবমূর্তি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায়।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, তিনি আশা করছেন জনগণের সহায়তায় উপাচার্য ও শিক্ষকরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হারানো ভাবমূর্তি ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। বৈঠককালে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফয়সাল ইসলাম ফারুকী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, বুয়েটের অধ্যাপক নুর উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এজেএস নূর উদ্দিন চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমেদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এ আজিজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমএ কাদের ভূঁইয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ মমিন চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ হালিম খান এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. আরআই শরীফ।